গৃহস্থের দিনলিপি ‘৪’

আমার সাড়ে ছ’শো এস.এফ.টির ফ্ল্যাটে
ঘর মোটে তিনটি:
শোবার ঘর বসার ঘর পড়ার ঘর।
এছাড়া রান্নাঘর আছে, বাথরুম, এক চিলতে ব্যালকনি

গত চার বছ ধরে ঘরগুলোকে আমি চিনি। তবু
মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে মনে হয়
অন্য ঘরে কেউ আমার জন্যে বসে আছে।
অন্য কোন্ ঘরে? আমার পরিচিত তিনটি ঘরের
বাইরে, অন্য কোন্ ঘরে? কে?

আমার কেবলই মনে হয় : আমার ফ্ল্যাটেই আর একটা
ঘর আছে, যা আমি চিনি না
সেখানেই সে বসে থাকে। ঘাড় নিচু, শান্ত

নতুন বাড়ি - ১

অবশেষে নতুন বাড়িতে উঠে আসি। অনেক ঋণ, শ্রম আর
উৎসাহ দিয়ে তৈরি—ভাড়া ফ্ল্যাটে নয়, নিজের বাড়ি।

প্রথম দিনটা খুব অদ্ভুত। সারাদিন হৈ চৈ, মেঝে সিঁড়ি ছাত,
ঐ দেখ বাতাস, ঐ দেখ আলো।
দরজা জানালার রঙের গন্ধ খুব টাটকা, খুব নতুন। আমার
মেয়ের চেয়েও যেন ছেলেমানুষ। সারাদিন ‘নতুন বাড়ি,
নতুন বাড়ি’ বলে নাচছে।

সন্ধ্যের পর নানা রকম আলো। সুইচ পালা, বন্ধুরা
আসছে। ঠোঙায় খাবার, প্লাস্টিক কাপে চা।

এক সময় শেষ পরিবারটিও চলে যায়। নতুন বাড়িতে
তখন ক্লান্ত অবসন্ন আমরা তিন জন।
বাইরে ভেতরে সব কটা আলো তখনও জ্বলছে। আর আমার
চকিতে মনে হয়— অনেক রাত হল, এবার
বাড়ি ফিরব না?

বৃক্ষজন্ম থেকে

মাছ নয়, অন্য কোন জলজ প্রাণীর ঘ্রাণ
গায়ে তোর; আমি এই এত দূর থেকে টের পাই।
দুহাতে গন্ধের মেঘ সরিয়ে তবুও
ঐ ক্ষীণ শরীরের ভিতরে যে আশ্চর্য অম্লান,

আমি তার গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ নয়, তাপটুকু পেলে
এই বৃক্ষজন্ম থেকে উঠে আসব উদ্দাম যুবক
বাতালে তরঙ্গ তুলে উড়ে যাব নগ্ন সাইকেলে
দূর কোনো কৃষ্ণচূড়া, লালে লাল, বাতাসের হা হা

ভেদ করে চলে যাব, অন্য কোনো নক্ষত্রমণ্ডলে;
এই মাটি, যুদ্ধক্ষেত্র, নেতাদের কর্মীদের—
ঈর্ষা, ইচ্ছা, পঙ্গুতার কাঙ্ক্ষিত সুরাহা
নিয়ে যাব তোর কাছে; তুই তখন শান্ত খুব, তুই তখন ঘুম—

জোনাকিরা টুপটাপ ঝরে যাবে অন্ধকারে, নিরালা নিঝুম।

সে

মনে হল:
দেয়ালের ওপারে কারা যেন নিশ্বাসের জন্য লড়ছে।

আমি জানি, ওপারে ঠিক সেরকম কিছু নেই,
একটা আঙুরলতা, চারটে গোলাপ, একটা অরকেরিয়া
এইসব গাছপালা। একটুখানি জ্যোৎস্না। দূর
আকাশে তোবড়ানো চাঁদ।

এ-সবই যেন কীসের পটভূমি। সে নেই। সে আসেনি।

দেয়ালের এ পার থেকে তাকে একটা বৃষ বলে মনে হল।
বৃষ না মহিষ? লাল রাগী চোখ, আকাশে নাক তুলে
বাতাস আর বিপদের গন্ধ পাচ্ছে নাকি?
এই যে, হ্যাঁ এই রকম, ঠিক এই রকম ভাবে...

এরপর আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। চার পায়ে
খুরের স্পষ্ট শব্দ তুলে বাইরে এসেছি। না, কেউ নেই,
কিছু নেই। চাঁদ ও উদ্ভিদ ছাড়া, কুয়োতলা ছাড়া।

সুখী গৃহকোণ থেকে রাতে এখানে এসেই
গোলাপের গন্ধ পাচ্ছি। আর কিছু নেই।
বাতাসও খুব অপ্রতুল আজ।

রাত্রি, সমুদ্র এবং

১.
রাত্রিবেলা যতবার আমি সমুদ্র দেখেছি
প্রতিবারই একটা নির্বোধ আর হঠকারী জানোয়ারের কথা
মনে হয়েছে আমার।
মনে হয়েছে, বুঝি এইবার সে উঠে আসবে। একটা না একটা
ঢেউয়ের সঙ্গে জলের গর্জনকে ছাপিয়ে লোভে কিংবা জিঘাংসায়
হাড় হিম করা একটা ডাক ডেকে উঠবে।
না, সেরকম কখনো হয়নি। হয়নি বলেই বোধ হয়
তার অন্তহীন সম্ভাবনা থেকে গিয়েছে আমি, সমুদ্র ও রাত্রির
কোনো অনাগত স্থানাঙ্কে।

২.
সেদিন বোধহয় রাত্রি ছিল না, এমন জ্যোৎস্না
মেঘ ফেটে বেরিয়ে আসা আশ্বিনপূর্ণিমার ডবকা চাঁদ
যেন বহুদিন নুন খায়নি জল খায়নি—
নোনা ঢেউয়ের জন্য তার লালা ঝরছিল গলগল।
আর অনেক গভীর থেকে আসছিল কোটাল। ও কোটাল!
ঢেউ ভাঙছে দিগন্ত অবধি।
ভাঙা ঠেউয়ের অজস্র বুদবুদের ওপর, ও চাঁদ, তুই কী ছড়ালি রে...

এই প্রথম সমুদ্রকে আমার পেশল লোমশ হঠকারী নির্বোধ কোনো
জানোয়ার বলে আর মনে হল না
মনে হল, রথের মেলায় হারিয়ে যাওয়া এক বিষণ্ণ কিশোরী
যার সঙ্গে রুক্মিণীকুমারের দেখা হবে আজ।